বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট

(বাংলাদেশ চা বোর্ডের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

শ্রীমঙ্গল-৩২১০, মৌলভীবাজার।

www.btri.gov.bd

E-mail: directorbtri@gmail.com

বাংলাদেশে চা উৎপাদনে প্রুনিং এর সময় নির্ধারণ

প্রুনিংঃ

একটি নির্দিষ্ট উচ্চতায় চা গাছের পাতা ও ডাল ছাঁটাই করাকে সাধারণভাবে প্রুনিং বলে। চা চাষে প্রুনিং একটি অন্যতম প্রধান কৃষিতাত্ত্বিক কার্যক্রম কারণ ইহা চা এর মান ও ফলনে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। চা গাছকে দীর্ঘদিন সজীব, সতেজ এবং লাভজনকভাবে উৎপাদনক্ষম রাখতে প্রুনিং এর ভূমিকা অপরিসীম। প্রাপ্ত বয়স্ক চা গাছের জন্য প্রুনিং এর লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ-

(১) প্রুনিং এর মাধ্যমে চা গাছকে একটি নির্দিষ্ট এবং সুবিধাজনক উচ্চতায় রাখা হয় যাতে সহজে প্লাকিং কাজ সম্পন্ন করা যায়,
(২) চা গাছের পুরনো-অনুৎপাদনশীল ডালপালা কেটে-ছেঁটে বাদ দেওয়া হয় যাতে উৎপাদনশীল অনেক নতুন ডাল গজায় যেখান হতে চয়িত পাতার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়,
(৩) নিয়মিত ও সঠিক প্রুনিং এর মাধ্যমে চা গাছকে তার জীবনকালের অধিকাংশ সময় সজীব, তরুণ ও পত্রময় রাখা যায় এবং
(৪) প্রুনিং এর মাধ্যমে খরার সময় চা গাছে পানির চাহিদা কিছুটা হলেও হ্রাস করা যায়; পোকামাকড় ও রোগ জীবাণুর আক্রমণ কমে আসে।

প্রুনিং এর প্রকারভেদঃ

প্রুনিং এর গভীরতা অনুযায়ী বাংলাদেশে চা চাষে প্রধানত ৪ ধরণের প্রুনিং করা হয়ে থাকে যথা- লাইট প্রুনিং (এল.পি), ডীপ স্কিফ (ডি.এস.কে), মিডিয়াম স্কিফ (এম.এস.কে) এবং লাইট স্কিফ (এল.এস.কে)। এছাড়াও চা গাছের উচ্চতা খুব বেশি হয়ে গেলে উচ্চতা নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য ২৫-৩০ বছর পর-পর মিডিয়াম প্রুনিং / হাইট রিডাকশন প্রুনিং করা হয়ে থাকে।

প্রুনিং করার জন্য নির্ধারিত সময়ঃ

বাংলাদেশের মত ক্রান্তীয় অঞ্চলে চা গাছে প্রুনিং করা হয় বছরের সেই সময় যখন বৃষ্টিপাত তেমন হয়না, তাপমাত্রা কম থাকে এবং পাতা চয়ন প্রায় বন্ধ থাকে; অর্থাৎ শীতকালে। সঙ্গত কারণে এবং শীত আগে আরম্ভ হওয়ায় বাংলাদেশের উত্তর-পুর্বাঞ্চলে অবস্থিত ভারতের দার্জিলিং-এ বছরের অক্টোবর মাস হতে প্রুনিং কাজ আরম্ভ করা হয়। অন্যদিকে, নিরক্ষরেখার পাশে অবস্থিত চা উৎপাদনকারি যে সব দেশে প্রায় সারাবছরই নিয়মিত বৃষ্টিপাত হয় এবং স্বাভাবিক তাপমাত্রার খুব একটা পার্থক্য হয়না, সে সকল দেশে বছরের যে কোন সময় এবং প্রয়োজনমত প্রুনিং করা হয়ে থাকে যেমন, শ্রীলংকা, ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ ইন্ডিয়া (তামিলনাড়ু) ইত্যাদি। বাংলাদেশ চা গবেষণা ইন্সটিটিউট হতে প্রুনিং কাজ সম্পাদনের জন্য নির্দেশনা হল - লাইট প্রুনিং ডিসেম্বরের শেষ তারিখের মধ্যে, ডীপ স্কিফ মধ্য জানুয়ারির মধ্যে, মিডিয়াম স্কিফ জানুয়ারির শেষ তারিখের মধ্যে এবং লাইট স্কিফ মধ্য ফেব্রুয়ারির মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। বিজ্ঞানীগণ দেখেছিলেন, উক্ত সময়ের মধ্যে প্রুনিং কাজ শেষ করতে পারলে চলমান বছরের চা উৎপাদন বিঘ্নিত হয়না এবং আসন্ন বছরে চা উৎপাদনের জন্য গাছগুলো নিজেদেরকে সক্ষম করে তোলে। এভাবে প্রুনিং কাজ সম্পাদন করলে এবং জলবায়ু স্বাভাবিক থাকলে মার্চ মাসের মধ্য হতে শেষ সপ্তাহের মধ্যে পাতা চয়ন করে ফ্যাক্টরিতে প্রদান করা সম্ভব হয়।

বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট

(বাংলাদেশ চা বোর্ডের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)
শ্রীমঙ্গল-৩২১০, মৌলভীবাজার।
www.btri.gov.bd
E-mail: directorbtri@gmail.com

কিন্তু বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়া ছাড়াও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, বন্টন এবং ধরণ সবকিছুরই দ্রুত গতিতে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিগত বছরগুলোতে দেখা যেত, চা গাছে নভেম্বর মাসে বাঞ্জি দশা চলে আসে এবং শিকড়ে স্টার্চ সঞ্চিত হতে থাকে। সংগত কারণেই প্রুনিং কাজ ডিসেম্বর মাসের প্রথমে শুরু করা হয় এমনকি কোন বাগানে শ্রমিক স্বল্পতা থাকলে নভেম্বর মাসের মাঝা-মাঝি সময় হতে আরম্ভ করা হয় যাতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তা শেষ করা সম্ভব হয়। চলতি বছরে কিছু বাগানের কোন কোন সেকশনের চা গাছে নভেম্বর মাস-সহ ডিসেম্বর মাসের প্রথমেও চয়ন উপযোগী সবুজ পাতা (সক্রিয় কুঁড়িসহ পাতা) লক্ষ্য করা যাচ্ছে যার ফলে বাংলাদেশে প্রুনিং এর সময় নিয়ে নতুন করে ভাবার এবং গবেষণার মাধ্যমে নির্ধারণ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। চা গাছের উপরের দিক তথা পাতার বৃদ্ধি সক্রিয় থাকার অর্থ গাছে তৈরিকৃত খাদ্য পাতা উৎপাদন ও বৃদ্ধিতে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এ সময় শিকড়ে স্টার্চ হিসেবে খাদ্য মজুদ হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই কমে যায়। প্রুনিং পরবর্তী সময়ে চা গাছ শিকড়ে সঞ্চিত থাকা খাদ্য তথা স্টার্চ ভেঙোই নতুন নতুন কুশি বের হয় যেগুলো পরবর্তীতে প্রাইমারি ডাল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেখান হতে ধীরে ধীরে সেকেন্ডারি, টারশিয়ারি ইত্যাদি ডাল তৈরি হয়। বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রুনিং এর জন্য সঠিক সময় নির্ধারণের জন্য বিটিআরআই গবেষণা উপ-কমিটির আসন্ন সভায় পরীক্ষণ আকারে উপস্থাপনের মাধ্যমে কৃষিতত্ত্ব বিভাগ হতে দুই বছর মেয়াদী (২০২২-২০২৪ ইং) একটি গবেষণা কাজ মাঠে সেট করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে যাতে ২০২৪ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যে সেটি সম্পন্ন করে, ফলাফল আকারে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বিভিন্ন চা বাগানকে লিখিতভাবে অবহিত করা সম্ভব হয়। তবে বর্তমানে যে সকল চা বাগানে ডিসেম্বর মাসেও পর্যাপ্ত সবুজ পাতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে সে সকল বাগান কর্তৃপক্ষ নিজেদের ব্যবস্থাপনা এবং পরিকল্পনা অনুযায়ি একই সাথে কিছু অংশে লাইট প্রুনিং কাজ আরম্ভ করে অন্য অংশে জানুয়ারি মাসের কিছু দিন প্লাকিং কাজ চালিয়ে যেতে পারেন। ধীরে ধীরে জানুয়ারি মাসের মধ্যে বাগানের সম্পূর্ণ লাইট প্রুনিং (এল.পি) কাজ যথাযথ ভাবে শেষ করতে হবে। এভাবে যত দিন পাতা চয়ন করা সম্ভব হবে ততদিন চা কারখানাও চালু রাখা যাবে।

(ড. মোহাম্মদ আলী)
পরিচালক।

০৮.১২.২০২২
(ড. তৌফিক আহম্মদ)
প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, কৃষিতত্ত্ব বিভাগ।